بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু
আসন-২০৫
জাতীয় সংসদ সদস্য
নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার)

বাণী

আজ ১৬ ডিসেম্বর; মহান বিজয় দিবস। এই দিনটি জাতির গৌরবের দিন, আনন্দের দিন, অহংকারের দিন, আত্মমর্যাদার দিন। ১৯৭১ সালে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এ দেশের বীর সন্তানেরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে এনেছে। বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ । এ বিজয় বাঙালীর অহংকারের বিজয়।

পঁয়তাল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমি আড়াইহাজারবাসীসহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজয়য়ের এই দিনে আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং দুই লাখ মা- বোনকে, যাঁদের অসামান্য আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হলেও মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্যদিয়ে পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘোরাতে থাকে। ফিরে আসে সেই সাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরাচার, অজ্ঞতা আর অন্ধকার।

দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশকে আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিচক্ষণ ও দক্ষ নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু চলার পথ এখনও অনেক বাকী। এখনও দেশি-বিদেশি চক্র স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে নস্যাৎ করতে উদ্ধত। এর বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মকে রুখে দাঁড়াতে এবং একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। তাহলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিজয়ের সেই গৌরবদীপ্ত সাহস, শক্তি ও চেতনা নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্ন পুরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালে মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো, মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু)

গৌরবের আড়াইহাজার

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা
আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এম পি

উপদেষ্টা
ডা. সায়মা ইসলাম ইভা
আলহাজ্ব মোঃ শাহজালাল মিয়া
এ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদ ভূইয়া

সম্পাদক
সফুরউদ্দিন প্রভাত

সম্পাদকীয় কার্যালয়
মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স
আড়াইহাজার পৌরসভা
নারায়ণগঞ্জ-১৪৫০
মোবাইল : ০১৭১৩-৫০৪৪৪১
msprovat@gmail.com

শুভেচ্ছা মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক কর্তৃক জননী প্রিন্টার্স, ১০৫ আরামবাগ, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত
মোবাইল : ০১৬৭১-৪৫৬৬৭৭

সম্পাদকীয়

নবযাত্রায় গৌরবের আড়াইহাজার

আজ ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ১৯৭১ সালে দেশকে মুক্ত করতে খালি হাতেই এদেশের মুক্তিকামী জনতা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হানাদার পাকিস্তানিদের হিংস্র থাবার বিপরীতে। অসীম মনোবলকে সম্বল করে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সুসজ্জিত একটি সশস্ত্র বাহিনীকে সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত করে এনে দিয়েছে লাল সবুজের পতাকা। বিজয় দিবসের দিনে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদকে।

মহান বিজয় দিবস-২০১৬ উপলক্ষে বিশেষ সাময়িকী প্রকাশের মধ্য দিয়ে *গৌরবের আড়াইহাজার* এর নবযাত্রা শুরু হলো। এজন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।

আদর্শ ও উন্নয়ন রাজনীতির জীবন্ত কিংবদন্তী আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপি মহোদয় মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে *'গৌরবের আড়াইহাজার'* এর ঐতিহাসিক যাত্রার পথ সুগম করে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

সংস্কৃতি হচ্ছে এক ধরনের অভিব্যক্তি। যে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে দেশ, জাতি বা গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত সকল মানুষের আচার-আচরণ, চাল-চলন, ভাষা, সংস্কৃতি, চেতনা, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠে। গৌরবের আড়াইহাজার পজিটিভ চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে মানুষের জীবনযাপনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করবে।

এক সময়ের অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ, উন্নয়ন বঞ্চিত এই আড়াইহাজার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই আজ ঈর্ষণীয় মাত্রায় উপরে স্থান করে নিয়ে আধুনিক আড়াইহাজারে পরিণত হয়েছে। বিগত আট বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকার রেকর্ড পরিমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বাংলাদেশের সকল উপজেলাকে পেছনে ফেলে আড়াইহাজারকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছেন-সেকল তথ্য উপাত্তের পরিসংখ্যান এবং স্বচিত্র ব্যাখ্যা সাময়িকে তুলে ধরা হবে।

আমার বিশ্বাস- উন্নয়ন অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবনালেখ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যত্য, বিনোদন ইত্যাদি বহুমাত্রিক বিষয়াবলীর সমন্বয়ে রচিত 'বিজয় দিবস-২০১৬' সংখ্যাটি আগ্রহী পাঠকদের চিত্ত ও মনের খোরাক মেটাতে সক্ষম হবে। গৌরবের আড়াইহাজার এর সকল পাঠক, শুভার্থীকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।

সফুরউদ্দিন প্রভাত

সূচিপত্র

স্বাধীনতার চেতনায় আলোকিত হোক বাংলাদেশ ১২
ডা. সায়মা ইসলাম ইভা

সম্ভাবনার আড়াইহাজার ১৮
সফুরউদ্দিন প্রভাত

গৌরবের আড়াইহাজার ২০
রুহুল আমিন বাবুল

কৃষিতে বিপ্লব ২০
কৃষিবিদ আবদুল কাদির

আলোর পথশিখা ২০

মাওলানা মফিজউদ্দিন আহাম্মদ ২০
ডালিয়া আক্তার

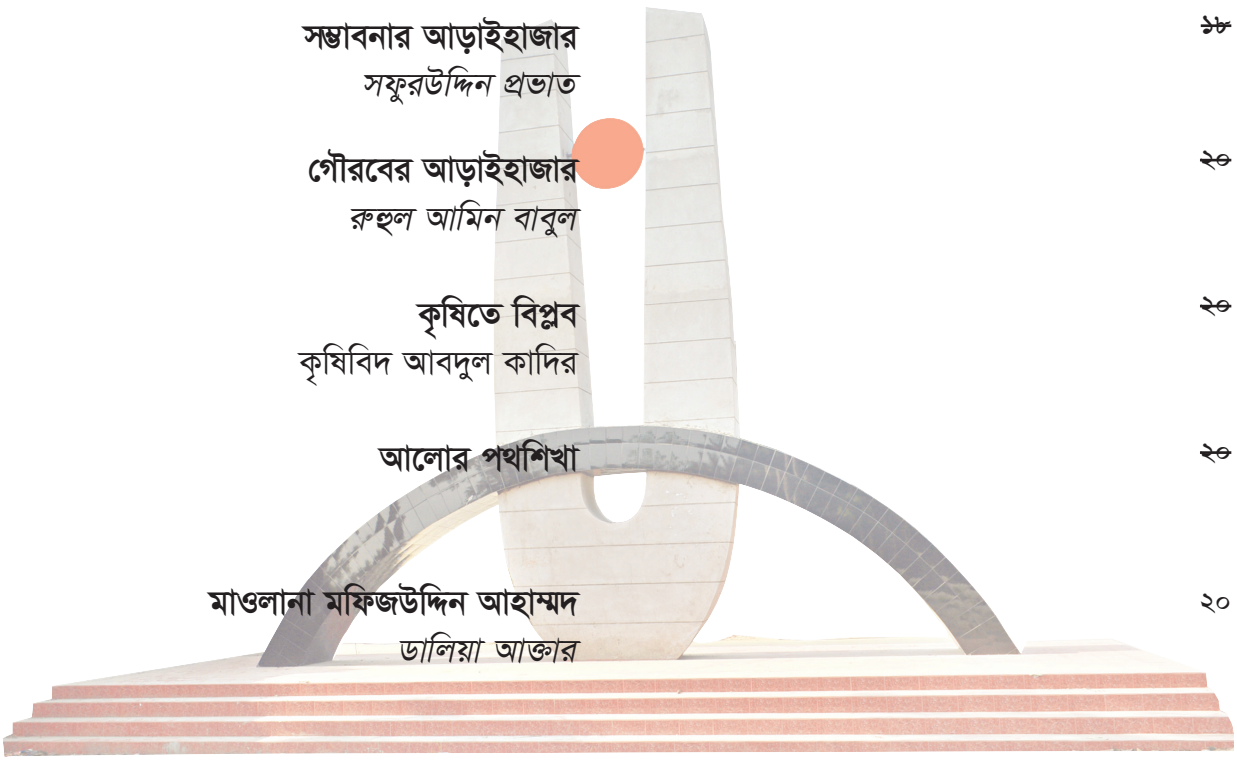

শুভেচ্ছা বাণী

আড়াইহাজার উপজেলার ভৌগলিক অবস্থানসহ ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, উন্নয়ন অবকাঠামোকে এক নজরে সকলের সামনে তুলে ধরতে ***গৌরবের আড়াইহাজার*** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হতে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমি প্রত্যাশা করি একই সাময়িকী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আড়াইহাজারের গৌরবময় বহুমাত্রিক বিষয়াবলী প্রকাশের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এম পি
প্রধান উপদেষ্টা, গৌরবের আড়াইহাজার

একটি সুন্দর চিন্তা ও ভালো কাজ করার ইচ্ছা থাকলে সফলতা জন্য কখনও অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়না। সফলতা নিজে এসেই তার তাছে ধরা দিবে। ***গৌরবের আড়াইহাজার*** নামে সাময়িকী প্রকাশ তারই একটি উদাহরণ। আমি বিশ্বাস করি এই সাময়িকীর মাধ্যমে পজিটিভ আড়াইহাজার এর বহিঃপ্রকাশ ত্বরান্বিত ও বেগবান হবে। এই সাময়িকীর প্রতি শুভ কামনা ও আন্তরিক অভিনন্দন রহিলো।

ডা. সায়মা ইসলাম ইভা
উপদেষ্টা, গৌরবের আড়াইহাজার

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করে আড়াইহাজার উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, উন্নয়ন অবকাঠামোকে এক নজরে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে ***গৌরবের আড়াইহাজার*** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। আমি তাদের সুন্দর চিন্তার বহিঃপ্রকাশের জন্য সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আলহাজ্ব মোঃ শাহজালাল মিয়া
উপজেলা চেয়ারম্যান
আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধ ও পজিটিভ চিন্তা চেতনাকে ধারন করে ***গৌরবের আড়াইহাজার*** নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত। আমি আশা করি এই সাময়িকী আড়াইহাজার উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক অবকাঠামোকে চিত্রায়িত করে বিশ্ব দরবারে পরিচয় ঘটাতে সক্ষম হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আড়াইহাজার উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ

বিজয় '৭১

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত হোক আগামী প্রজন্ম

ডা. সায়মা ইসলাম ইভা

বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বে মানচিত্রে আর্বিভূত হয় একটি স্বাধীন ভূ-খন্ড বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা। যে কোনো দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন একটি গৌরবময় ঘটনা। পৃথিবীতে কমসংখ্যক জাতি আছে, যারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এদিক থেকে একটি অন্য মর্যাদার একটি দেশ। এ দেশটি মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

আজ ১৬ ডিসেম্বর। ৪৫তম মহান বিজয় দিবস। জাতি মুক্তিযুদ্ধ জয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হওয়ার দিন। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় অর্জনের ইতিহাস শুধু ১৯৭১ সালে সীমাবদ্ধ নয়। ইস্পাত কঠিন ঐক্যে দৃঢ় জাতির দীর্ঘ সংগ্রাম আর ত্যাগের সুমহান ফসল এ বিজয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের এক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আঘাত করে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার ওপর। শুরু হয়ে যায় শোষণ-বঞ্চনা আর বৈষম্যের করুণ ইতিহাস। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সে শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বিক্ষুব্ধ বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছিল 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ১৯৪৮ সালে ঢাকায় জিন্নাহর এমন ঘোষণার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, যা ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালীর প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত পরিণতি পায়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে বাঙালির বিজয় এবং তা কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এসব সংগ্রামের অংশ হিসেবে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা তথা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ১৯৬৯-এ গণতন্ত্র ও জাতীয় অধিকারের জন্য গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ।

জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৬ দফা থেকে একের পর এক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির বিজয়। সে বিজয় পাকিস্তানি শাসক চক্র প্রত্যাখ্যান করলে ১৯৭১-এর ১ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ঘনিয়ে আসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। এদিন রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতির জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বাধীনতার অমোঘ বাণী "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মূলত সেদিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার স্পৃহায় জেগে উঠেছিল গোটা জাতি। কিন্তু বাঙালিকে স্তব্ধ করতে ২৫ মার্চ কালরাতে অপারেশন সার্চ লাইটের নামে ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যায় মেতে উঠেছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। সেই গণহত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষের ভাগ্যাকাশে নেমে এসেছিল ঘোর অমানিশা। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধুকে। তার আগেই গণহত্যা শুরুর পর মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের আগ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার চূড়ান্ত প্রতিরোধ লড়াই মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাস ধরে চলা সে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ আর লুটপাটের কলঙ্কিত অধ্যায়ের বিপরীতে রচিত হয়েছিল ইতিহাসের আরেকটি মহান অধ্যায়। সে অধ্যায়ে ছিল মুক্তিকামী বাঙালির অসম সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের বীরত্বগাথা। ১৭ এপ্রিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী সরকার। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ সফলতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অবশেষে ঘনিয়ে আসে বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির নেতৃত্বে বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে আত্মসমর্পণ করে ৯১ হাজার ৫৪৯ হানাদার সেনা। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাঙালি জাতি পায় লাল-সবুজের একটি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং মানচিত্র।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫। শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু এমপি এবং ডা. সায়মা ইসলাম ইভা।

বিজয় দিবসের দিনে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী ৩০ লক্ষ শহীদকে।

দেশের সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদসহ সকল অপশক্তি সমূলে বিনাশ হোক। এ দেশের মানুষ স্বস্তি ও শান্তিতে থাকুক; বাংলাদেশ পৌঁছুক সাফল্যের স্বর্ণশিখরে। মুক্তি ও স্বাধীনতার চেতনায় আলোকিত হোক বাংলাদেশ। মহান বিজয় দিবসে এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

উন্নয়নের স্রোতধারা

সম্ভাবনার আড়াইহাজার

সফুরউদ্দিন প্রভাত

একজন উদার প্রগতিশীল, মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তা চেতনা, বাঙ্গালির হাজারো বছরের লালিত সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে আমি নিজেকে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। সমাজে মানুষে মানুষে নানাবিধ বৈষম্য, হিংসা বিদ্বেষ, ভেদাভেদ, কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, পশ্চাদপদতা থাকা সত্ত্বেও এ সমাজ, দেশ ও জাতি দিন দিন আলোর পথে, সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন ইতিবাচক চিন্তা ও মানসিকতার আশাবাদী মানুষ। আমি সবকিছু ইতিবাচকভাবে দেখি, বিশ্বাস করি এবং তা বাস্তবে রূপদানের চেষ্টা করি। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের শিক্ষা জীবনের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি। কফি আনান তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। একদিন তাঁর শ্রেণি শিক্ষক সাদা হোয়াইট বোর্ডে কালো কলম দিয়ে ছোট কয়েকটি চিহ্ন দিয়ে তাঁর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা বোর্ডে কি দেখতে পেয়েছ?' একে একে সকল শিক্ষার্থী উত্তর দিলেন তারা বোর্ডে কতকগুলো কালো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। এবার কফি আনানকে তার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন কফি তুমি কি দেখতে পেয়েছ? কফি আনান বললেন স্যার আমি বোর্ডে বিশাল সাদা অংশ দেখতে পাচ্ছি। কয়েকটি কালো চিহ্নের কারণে বিশাল সাদা অংশটুকু অনেকের চোখ এড়িয়ে গেছে। ছোটখাটো কিছু ত্রুটি বা ভুল কাজের জন্য বিশাল ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি দিতে আমরা কৃপণতা করে থাকি। বিষয়টি গুরুত্ব বর্ণনা করে ওই সময় শ্রেণি শিক্ষক বলেছিলেন কফি, তুমি একদিন অনেক বড় হবে। মহান শিক্ষকের ভবিষ্যতদ্বানী একদিন সত্যি হলো। কফি আনান জাতিসংঘের মহাসচিব হয়েছিলেন।

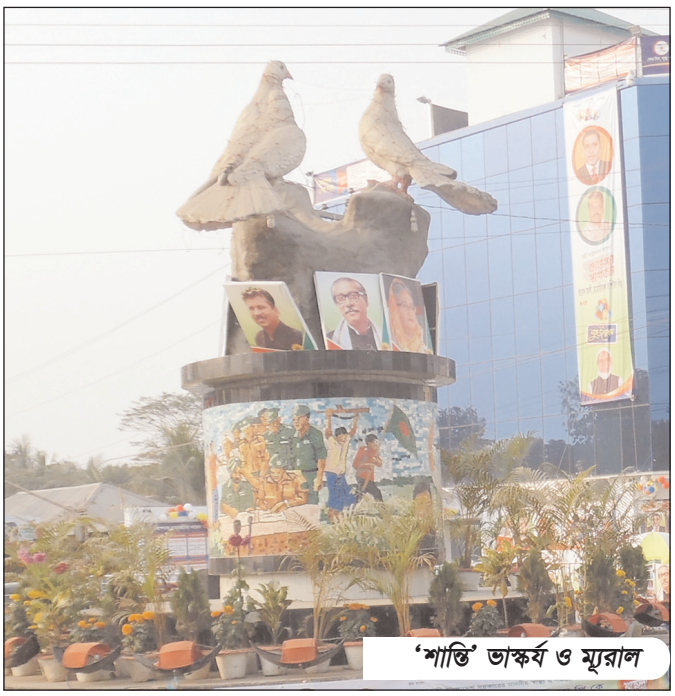

'শান্তি' ভাস্কর্য ও ম্যুরাল

এ সমাজে সৎ, ত্যাগী, ন্যায়পরায়ন, আদর্শবান, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, উদার, মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন, রুচিশীল, সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত মানুষ এখনো বিশাল সংখ্যায় রয়েছে। আর তাদের সীমিত ও ক্ষুদ্র অবদানের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে মানুষের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি দেশ ও জাতি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের যেকোন ইতিবাচক মহৎ উদ্যোগ, কর্মসূচী ও প্রয়াসকে সমর্থনের পাশাপাশি পৃষ্টপোষকতা করলে সমাজে কল্যাণকামী, নিবেদিতপ্রাণ, পরোপকারী ও আত্মউৎসর্গকারী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়বে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিছু বিপথগামী তরুণ সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জঙ্গীবাদ, নাশকতা ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়ে নিজের জীবনের ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে কলঙ্কিত করছে। আসলে এরা সংখ্যায় অতি নগণ্য, এমনকি এ বিপথগামী তরুণেরা আমাদের সম্ভাবনাময়, আলোরদিশারী তরুন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না। স্বেচ্ছায় রক্তদান, পরিবেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার (২৪ আগস্ট ২০১৩) আড়াইহাজার শহীদ মঞ্জুর স্টেডিয়ামে ১৪টি বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের শুভ উদ্বোধন এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

সংরক্ষণে বৃক্ষরোপন, ছিন্নমূল পথশিশুদের শিক্ষাদান, অসহায় সম্পদহীন বৃদ্ধ বয়স্কদের আশ্রয়দান ইত্যাদি জনকল্যাণমূখী কাজে আমাদের তরুণ সমাজে এমন সাদা মনের সমাজ হিতৈষী অনেক মানুষ আছেন যারা নীরবে নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন। ভাল কাজে অনুপ্রেরণা ও সমর্থন প্রদান অব্যাহত রাখলে সমাজে পরোপকারী, জনহিতৈষী অনেক মানুষ আছে যারা অনুপ্রাণিত হবে, জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসবে। সমাজে শিক্ষিত, উদার, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ, বৈষম্য, উঁচু-নীচু পরিহার করে প্রতিবেশীর সুখে দুখে একে অন্যের বিপদে সর্বত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এভাবে সমাজে শান্তির সুবাতাস বইতে থাকবে।

জীবনের শুরুতে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলেও পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে একটি নিশ্চিত ভবিষ্যত জীবনযাপন ও একটি স্থায়ী উপার্জনের কথা বিবেচনা করে সরকারি চাকুরীতে ইন্টারভিউ প্রদান করি। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার সরকারী চাকুরী হয়ে যায়। ২০০৮ সালে ঢাকার খিলক্ষেত থানার রিমোর্ট এলাকা ডুমনীতে আমার প্রথম পোস্টিং হয়। চাকুরীর খাতিরে বাসা ভাড়া নিয়ে ব্যাচেলর হিসেবে একাকী জীবনযাপন নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। মনের বিরুদ্ধে শুধু চাকুরী খাতিরে কিছু সময় থাকতে হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হচ্ছিলনা। ২০০৯ সালে বদলী হয়ে যাত্রাবাড়ী চলে আসি। এর মধ্যে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। নজরুল ইসলাম বাবু নবাগত এমপি নির্বাচিত হয়ে এলাকায় কাজ শুরু করেন। তার কাজের সংবাদ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হতে থাকে নেতিবাচকভাবে। 'বিশনন্দী মেঘনা এলাকা জবর দখল' শিরোনাম করে একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর আমাকে খুবই মর্মাহত করে। যে বাবু ভাইয়ের বক্তৃতা শোনার জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বরে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকতাম। তাকে নিয়ে প্রিন্ট মিডিয়ায় ছাপা নেতিবাচক খবর আমাকে দারুনভাবে মর্মাহিত করে। তার কাজের নেতিবাচক খবর বিষয়টি মানতে পারছিলাম না। ছুটি নিয়ে চলে এলাম এলাকাতে। তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রাট, নারায়ণগঞ্জ) ছরোয়ার হোসেন সাহেবের কাছ থেকে বিশনন্দী মেঘনা পাড়ের বিষয়টি জানতে চাইলাম। তিনি এ বিষয়ে তেমন কোন তথ্য দিতে পারলেন না। তৎকালীন কৃষি মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোশারফ হোসেনের একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে বিস্তারিত জেনে নিতে বললেন। যুগ্ম সচিব মহোদয় দুইদিন পর রাতে আমাকে কথার বলার সুযোগ দিলেন। আমি ফোন করে কুশল বিনিময় শেষে বিনয়ের সহিত জানতে চাইলাম স্যার বিশনন্দীতে কী হতে যাচ্ছে। তিনি জানালেন, আপনারা খুবই সৌভাগ্যবান, বিশনন্দীর মানিকপুর এলাকায় ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান) নামে একটি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে। এধরনের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এই প্রথম। গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের আকারে প্রথমে এটি চালু হলেও পর্যায়ক্রমে এখানে গবেষণামূলক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ ভ্রমন পিপাসুদের জন্য নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউট থেকে সারা দেশে বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ থাকবে এবং দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষই এ থেকে উপকৃত হবেন। এটি স্থাপন করতে পর্যাপ্ত মূল্য দিয়ে সরকার ৩০০ বিঘা জমি হুকুম দখল করছে। এখানে ১০ তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবনসহ অনেকগুলো ভবন নির্মাণ হবে। ভবনগুলোর ডিজাইন দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবেন। দু'টি খেলার মাঠসহ দুই হাজার মুসুল্লী জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য ১৩ হাজার ২শত স্কয়ার ফুটের একটি অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ নির্মিত হবে। সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২ হাজার স্কয়ার ফুটের পাবলিক প্লাজা নির্মিত হবে। যেখানে বিয়ে-শাদীসহ বড় আকারের যেকোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করা যাবে। পর্যটকরা মেঘনা নদী থেকে চলন্ত রাস্তার মাধ্যমে সরাসরি ইনস্টিটিউটে যাতে আসতে পারে সেজন্য ডেক ভিউ নির্মিত হবে। এছাড়াও একটি সরকারি কলেজ, একটি হাই স্কুল ও একটি প্রাইমারী স্কুলও থাকবে এর আওতাভূক্ত। বারটানের এই এলাকাটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন করার সুযোগ পাবেন। সারা বিশ্ব আপনাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। যুগ্ম সচিব মহোদয়ের কথাগুলো শুনতে এতই

ভালো লাগছিলো বার বার মনে হয়েছিল, এই না হলে আমাদের বাবু ভাই। বিশাল এই প্রতিষ্ঠান করার এধরনের সাহসী পদক্ষেপ তার পক্ষেই সম্ভব। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না, কিছু সুবিধাভোগী, সুযোগ সন্ধানী মানুষ বাবু ভাইয়ের নিকট থেকে সুবিধা আদায় করতে না পেরে এ ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়ে তাকে ঘায়েল করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

এর বেশ কয়েকমাস পর আমি যে পত্রিকায় কাজ করি, সেই জনপ্রিয় দৈনিক সমকাল পত্রিকার কেন্দ্রীয় কার্যালয় হতে আমাকে এস্যাইনমেন্ট দেয়া হলো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেসব প্রকল্পের কাজ হয়নি তা নিয়ে স্পেশাল রিপোর্ট করতে হবে। কারণ তখন নারায়ণগঞ্জের বন্দরের একটি সেতু কয়েকবার উদ্বোধনসহ বিভিন্ন কাজ ভিত্তিপ্রস্তর পর্যন্ত থেমে আছে। আমি অবগত করলাম আড়াইহাজারে এই ধরনের কোন কাজের সন্ধান নেই। বিষয়টি মনে হয়েছে কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। পরবর্তী মিটিং এ এনিয়ে কথা উঠলো। আমি জানালাম, আড়াইহাজারে দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান নির্মিত হচ্ছে। একটি বিশনন্দীর মানিকপুর এলাকায় ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান) অন্যটি আড়াইহাজার কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। দুইটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ খুব দ্রুত হচ্ছে। এদের মধ্যে ঝাউগড়া এলাকায় নির্মিত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটি ১৮ মাস মেয়াদে কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও তা শেষ হয়েছে ১১ মাসে। ২০১৬ সালের দেশের ষোলতম আড়াইহাজার কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এটিআই) এর যাত্রা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দ্রুততম সময়ে কাজ শেষ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি এক বছর পূর্বে ২০১৫ সালে জুলাই মাসে চালু হয়েছে। সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর কতটুক সু-দৃষ্টি ও আন্তরিকতা থাকলে তা সম্ভব হয়েছে তা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। আমি সবসময় পজিটিভ চিন্তা চেতনা নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। ভালো কাজে যদি আমরা উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে কৃপনতা করি তাহলে একদিন কেউ ভালো কাজ করতে এগিয়ে আসবেনা। ওই সময় আমার কথায় বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা একটু বিব্রতবোধ করে তারা তাদের নিজ এলাকা সাংসদের নানা বিষয়ে সমলোচনা এবং এ বিষয়ে নিয়ে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অনেক জনপ্রতিনিধি জনকল্যাণ ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রদান করে আড়াইহাজারের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। জনগণের কল্যাণ ও এ ভূ-খন্ডের আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়নে এর আগে কোন জনপ্রতিনিধি কী পরিমান কাজ করে ছিলেন তা বিচারের ভার সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দেওয়াই সমুচিত হবে। এ প্রসঙ্গে গত কয়েকদিন পূর্বে দুবাই প্রবাসী এক বন্ধু সাথে মোবাইলে দীর্ঘ সময় ধরে কথা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে আমি তাকে বললাম, আমাদের চারিদিকে মেঘনা বেষ্টিত দুর্গম ইউনিয়ন কালাপাহাড়িয়া। ২০০৯ সালের পূর্বে যেখানে সবর্ত্র যাতায়াতের জন্য কোন রাস্তাঘাট এবং যানবাহন ব্যবস্থা ছিলনা। বর্ষার সময় নৌকা আর সবসময় পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে হতো। সেই কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নের দুর্ভোগের অবস্থা জানতে হলে এখন জাদুঘরে যেতে হতে পারে। কারণ ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে মধ্যারচর থেকে খালিয়ারচর পর্যন্ত আধুনিক সড়ক নির্মাণ, কালাপাহাড়িয়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ, নতুন স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, বাজার উন্নয়নসহ বহু প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। শুধু একটি ইউনিয়নে যদি এত উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাহলে বুঝতেই পারছেন আড়াইহাজারের ২টি পৌরসভা ও ১০ ইউনিয়নের সর্বত্র নজরুল ইসলাম বাবু'র জীয়ন কাঠির স্পর্শে রেকর্ড পরিমান উন্নয়ন ও অবকাঠামো বাস্তবায়ন হয়েছে। কালাপাহাড়িয়ার মেঘনার তীরে মিনি স্টেডিয়াম, ২১০০ একর জমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন, ৫০০ একর জমিতে পর্যটন নগরীসহ, দুপ্তারা, ব্রাহ্মন্দী, রূপগঞ্জ ও মাধবদী থানার অংশবিশেষ নিয়ে সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠাসহ অসংখ্য প্রকল্পের দৃশ্যমান কাজ শুরু হয়েছে। এখন আর কি হচ্ছেনা আড়াইহাজারে এটা আর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বন্ধুটি আড়াইহাজারের এই ব্যাপক উন্নতি ও পরিবর্তনের কথা শুনে গর্ববোধ করে বললেন, আমরা আসলেই এগিয়ে যাচ্ছি। নজরুল ইসলাম বাবু'র নেতৃত্বে যেমন আড়াইহাজার উপজেলা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মান-নীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এজন্য বিদেশীরা এখন বাংলাদেশীদের অনেক সমীহ করে কথা বলে।

লেখা ইতি টানতে গিয়ে আরও একটি দিনের কথা মন পড়ে গেল। কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে এবছরের শুরুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি বিশেষ পরিদর্শন টীমের সফর সঙ্গী হওয়ার আমন্ত্রন পেয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে কালাপাহাড়িয়া তথা আড়াইহাজারে বাবু ভাইয়ের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার কথা শুনে সেখানকার জনগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে ছিল। এক পর্যায়ে মানুষের আগ্রহের দিকে লক্ষ্য করে আমার মনোভাব প্রকাশ করলাম। আড়াইহাজারে যাদের স্থায়ী বাসস্থান আছে, তাদের জীবনযাপনের মতো ঐশ্বর্য সম্পদ আছে। তাই বলে কি আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব। অবশ্যই না। আসলে আমি বুঝাতে চাচ্ছিলাম সম্ভাবনার আড়াইহাজারের কথা। এগিয়ে যাওয়া আড়াইহাজারের কথা। স্বপ্নের আড়াইহাজারে কথা। নজরুল ইসলাম বাবুর ডিজিটাল আড়াইহাজারের কথা।

পরিশেষে বলতে চাই, নজরুল ইসলাম বাবুর আড়াইহাজার–স্বপ্ন যেখানে সত্যি! আসুন পজিটিভ চিন্তা চেতনাকে ধারন করে সম্ভাবনার আড়াইহাজারকে এগিয়ে নিতে যার যার অবস্থান থেকে অবদান রাখি।

বিশেষজ্ঞ কলাম

গৌরবের আড়াইহাজার

রুহুল আমিন বাবুল

‘গৌরবের আড়াইহাজার’ কোন সাধারণ পুস্তক নয়, এটি আড়াইহাজার উপজেলায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্য দলিল। এই দলিলের রূপকার, বহু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নায়ক, এক সময়ের খ্যাতিমান কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা, আড়াইহাজারের জনগণের অবিংবাদিত নেতা ও জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু। তাঁর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সচিত্র ইতিহাস সুভাসিত বচনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন আড়াইহাজারের প্রতিভাবান সাংবাদিক সফুরউদ্দিন প্রভাত। ‘গৌরবের আড়াইহাজার’ গ্রন্থের উৎসর্গ পাতায় উৎসর্গ পাতায় নজরুল ইসলাম বাবু সম্পর্কে বলা হয়েছে “অবিসংবাদিত এই মহান নেতার সুযোগ্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আড়াইহাজার উপজেলার সর্বত্র বিগত ৭ বছরে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ অবকাঠামো, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা এই উন্নয়নের মহানায়ক নজরুল ইসলাম বাবু এবং তাঁর পরিবারের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।”

কথাগুলো যথার্থ- আড়াইহাজারের লোক হিসেবে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি। কারণ যুগ-যুগান্তরে আড়াইহাজার ছিল একটি অবহেলিত জনপদ। উন্নয়নের শ্লোগান কানে শোনা গেলেও চোখে দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। নজরুল ইসলাম বাবু এমপি হওয়ার পর থেকে আমরা উন্নয়নের যেসব শ্লোগান শুনেছি, দুচোখ ভরে তার বাস্তবায়ন দেখেছি। আড়াইহাজারের রুগ্ন চেহারাটাকে তিনি বদলে দিয়েছেন। উন্নয়নের এমন জোয়ার আড়াইহাজারবাসী আর কখনো দেখেনি। অবহেলিত জনগণ যুগ যুগ অপেক্ষার পর তাদের কাঙ্ক্ষিত দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক একজন কর্মবীরের সন্ধান পেয়েছেন। এসব বিষয় নিয়ে সফুরউদ্দিন প্রভাত ‘গৌরবের আড়াইহাজার’ সম্পাদনা ও প্রকাশের মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এর জন্যে তাঁকে যে কতটা শ্রম দিতে হয়েছে, বইটি

সরকারি সফর আলী কলেজে অমর একুশে বইমেলা ২০১৬ এ ‘গৌরবের আড়াইহাজার’ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান।

হাতে নিয়ে পাতাগুলো উল্টালেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'গৌরবের আড়াইহাজার' গ্রন্থের প্রথম রচনা 'আমার স্বপ্নের আড়াইহাজার'। এই রচনায় নজরুল ইসলাম বাবু অত্যন্ত মধুর ভাষায় তাঁর আত্মকথা বলেছেন। রাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মেদ ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী, মানবদরদি এক মহান ব্যক্তিত্ব। তাঁর বড় ভাই এস এম মাজহারুল ইসলাম ছিলেন দেশপ্রেমিক মুক্তযোদ্ধা। নজরুল ইসলাম বাবু'র ছাত্রজীবন ছিলো অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ছাত্ররাজনীতি থেকে শুরু করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন কালে তাঁর নির্ভীক সংগ্রামী জীবন ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় হয়ে থাকবে। তাঁর আত্মকতায় আড়াইহাজারকে নিয়ে তাঁর লালিত স্বপ্নের কথা বলেছেন। সফুরউদ্দিন প্রভাত নজরুল ইসলাম বাবুকে বলেছেন 'উন্নয়নের প্রাণপুরুষ'। এটি নজরুল ইসলাম বাবুর অসংখ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি সমৃদ্ধ সচিত্র প্রতিবেদন। এই রচনায় উন্নয়নের বর্ণনা এবং প্রমাণস্বরূপ ব্যবসহৃত ছবিগুলো নজরুল ইসলাম বাবুকে উন্নয়ন রাজনীতির কিংবদন্তী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। আসাদুজ্জামান সম্রাটের 'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে মানুষের কল্যাণে' রচনায় ফুটে উঠেছে ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্বদানকালে তাঁর সাহসিকতা ও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত বিরোধী পক্ষের অমানবিক নির্যাতন। ডা. সায়মা ইসলাম ইভা নজরুল ইসলাম বাবুকে বলেছেন 'আমার অহংকার' । এ রচনায় তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর অহংকারের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। 'মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন হাজারো বছর ধরে' রচনায় শাহ মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ এভাবেই বাবুকে অন্তরে ধারণ করেছেন।

নজরুল ইসলাম বাবু তাঁর স্বপ্নের আড়াইহাজারকে বিশ্বমানের উন্নত জনপদ হিসেবে গড়ে তুলতে চান। তাঁর মধ্যে সংকল্প আর কর্মস্পৃহার কোনো অভাব নেই। মানুষের কল্যাণে তিনি নিজের ক্লান্তি কথা ভুলে যান। তার একটা প্রমাণ আমি। 'ধান ভানতে শিবের গীত' মনে হলেও এখানে একটা ব্যক্তিগত বিষয় না বলে পারছি না। আমার একটা দরখাস্তে এমপি সাহেবের রিকমেন্ডেশন দরকার। তিনি তখন জরুরী কাজে সচিবালয়ে আছেন। আমার ছোট ভাই রোকন তাঁর সাথে মোবাইলে কথা বললে তিনি আমাদের সচিবালয়ের দক্ষিণে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করার সময় দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর গাড়ি সচিবালয় থেকে বেরিয়ে এলো। তিনি গাড়ি থেকে নেমে হাসিমুখে আমার কাগজে রিকমেন্ডেশন ও স্বাক্ষর করে দিলেন। এই হলেন নজরুল ইসলাম বাবু। ক্লান্তি তাঁর কাছে পরাজিত। প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার উপকার করাই নজরুল ইসলাম বাবুর কাজ। তাঁর বড় ভাই এস এম মাজহারুল হক ও আমি দুপ্তারা সেন্ট্রাল করোনেশন হাই স্কুলে সহপাঠী ছিলাম। তাঁর মধ্যেও সেবার মনোবৃত্তি এবং সংগ্রামী চেতনা ছিল।

অমর একুশে বইমেলা-২০১৬ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে 'গৌরবের আড়াইহাজার' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন।

আড়াইহাজারের শিক্ষাক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম বাবুর অবদানের তুলনা হয় না। নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এবং পুরাতন বিদ্যালয়ে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করে তিনি এক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

অবহেলিত আড়াইহাজার এখন আর অবহেলিত নেই, নজরুল ইসলাম বাবুর জাদুকরী কর্মদক্ষতায় তা গৌরবের আড়াইহাজারে পরিণত হয়েছে। এসব কাজের পরিচয় নিয়েই *'গৌরবের আড়াইহাজার'*। খুবই দৃষ্টিনন্দন অলংকরণে গ্রন্থখানি উন্নতমানের অফসেট কাগজে মুদ্রিত। এটিই ব্যাপকভাবে আড়াইহাজার উপজেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। তাই লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে সফুরউদ্দিন প্রভাত এক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা পাবেন।

রুহুল আমিন বাবুল
বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক
কলামিষ্ট ও সম্পাদক, পাক্ষিক স্বাগতম।

আলোর পথের দিশারী

মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মদ

ডালিয়া আক্তার

অত্যাচারী জমিদার ও তার উত্তরসূরীদের উৎখাতে যে ক'জন গুণী ব্যক্তি ইতিহাসে নিজেকে স্থান করে নিয়েছেন মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মদ অন্যতম। তিনি একাধারে জ্ঞান সাধক, কামেল পীর ও হক্কানী আলেমেদ্বীন ছিলেন। গুণী এই ব্যক্তি দুপ্তারা ইউনিয়নের বাজবী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আঃ আলিমদ্দিন মুন্সী ওরফে আঃ আলিম প্রধান। আলিমদ্দিনের পিতা ইউসুফ আলী প্রধান। মাওলানা মফিজউদ্দিনের ৫ ছেলে ৪ মেয়ে।

বড় ছেলে ডাঃ হাবিবুর রহমান বিনা পয়সায় এলাকার মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। দ্বিতীয় ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ রেজাউর রহমান দুপ্তারা ইউনিয়নের কয়েকবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তার আর এক ছেলে মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু'র পিতা মোঃ শহিদুর রহমান সমাজসেবক ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন।

মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মদ একজন উচ্চ শিক্ষিত ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের সন্তান হলেও তিনি সর্বদা সাধারণ জীবন-যাপন করে আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকতেন। আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য লোক তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। আড়াইহাজারসহ আশে পাশের অনেক এলাকায় তাঁর অসংখ্য ভক্ত মুরিদান রয়েছে। উপজেলার দুপ্তারা ও সাতগ্রামের অত্যাচারী জমিদার ও তাদের উত্তরসূরী ভুজপুরী দেশওয়ালী পেয়াদারাও সাধারণ প্রজাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালাচ্ছিলো। ঐ সময় তারা প্রজাদের নতুন ঘর তৈরি, পুকুর খনন, এমনকি গাছের ডাল-পালা কাটার অধিকারও কেড়ে নিয়েছিলো। পালা করে বেগার খাটতে হতো শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন এবং ছোট-বড় সকলকে। জমিদার বাড়ির চতুঃসীমা দিয়ে জুতা পায়ে হাঁটা, ছাতি মাথায় বা সাইকেলে চড়া, উঁচু স্বরে কথা বলা, জমিতে কাজ করার সময় গান গাওয়া, জমিদারের ছেলের সাথে কথা বলা এবং ছোট-খাট অপরাধেও গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হতো। তাদের অত্যাচারের মাত্রা এতোই ভয়াবহ ছিলো সামান্য কারণে গ্রামের দরিদ্র প্রজাদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। এসব বিষয়গুলোকে মাওলানা মফিজউদ্দিন আহম্মদের অন্তরে বিশেষভাবে নাড়া দিতে থাকে এবং তিনি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তাঁর নেতৃত্বে বাজবী-সত্যভান্দী-তিনগাও-বান্টি-পাঁচরুখি গ্রামের প্রায় তিন হাজার কৃষক নিয়ে একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে অত্যাচারী জমিদার দয়ামোহন চৌধুরানীসহ অন্যান্য হিন্দু জমিদার ও তার উত্তরসূরীদের উৎখাত করতে সক্ষম হন।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি দুপ্তারা মসজিদ, মাদ্রাসা উন্নতি ছাড়াও বাজবী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দুপ্তারা সেন্ট্রাল করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ঐ সময় থেকেই এ এলাকায় মুসলিম জাগরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গুণী এই আলেম ও পীর বাংলা ১৩৫১ সনের ১২ পৌষ ইন্তেকাল করেন। তাকে সমাধিস্থকরা হয় নিজ গ্রাম বাজবীতে। তার রুহের মাগফেরাত কামনা করে জানুয়ারী মাসে কোরআনখানি, দোয়া ও ওয়াজ মাহফিল এবং কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন কোরআনখানি, দোয়া ও ওয়াজ মাহফিল এবং পরের দিন কাঙ্গালী ভোজে হাজার হাজার জনতা সমবেত হন।

সমাজ সংস্কারক, ধ্যানগম্ভীর ও দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রসিদ্ধ কামেল পীরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁর এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব আলোর পথরেখা হয়ে আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে, তাঁর রেখে যাওয়া কীর্তির মাধ্যমে।

কৃষিই সমৃদ্ধি

আড়াইহাজারে কৃষির অভাবনীয় সাফল্য

কৃষিবিদ মোহাম্মদ আবদুল কাদির

বর্তমান কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার কৃষকের স্বার্থে ও কল্যাণে নানামূখী কর্মসূচী ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সরকার প্রতি বছর জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে কৃষি জমি সুরক্ষা, কৃষি জমিতে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আবাসন বন্ধে কঠোর অবস্থান, পরিবেশ বান্ধব কৃষি, বীজ, সার, বিদ্যুত ও ডিজেলে ভর্তুকি, পরিবেশ বান্ধব আউশ চাষে প্রণোদনা কর্মসূচী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, খরা, জলোচ্ছাসে ফসলহানি হলে কৃষকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা, পরিবেশ ও জীবনের বন্ধু বৃক্ষরোপন কার্যক্রমসহ আরো বহুবিধ কর্মসূচী রয়েছে।

২৫ এপ্রিল ২০১৬ সাংসদ আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু ৭০০জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে আউশ প্রণোদনার বীজ ও সারণ বিতরণ করেন।

আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির জন্য পদ্ধতি প্রদর্শন ও ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে চলছে। মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তির দিকে ধাবিত করে উপজেলার কৃষি অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রতি ইউনিয়নে তিন জন করে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা কৃষকের সান্নিধ্যে থেকে দিনরাত কাজ করে চলছে। যা হোক নারায়ণগঞ্জ জেলার মধ্যে আড়াইহাজার উপজেলার কৃষিতে পটেনশিয়ালিটি বর্তমানের অন্য চার উপজেলার প্রায় সমান। কৃষি বিভাগ প্রতি বছর এ উপজেলায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আউশ চাষীদের এক বিঘা জমিতে আউশ চাষের জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করে আসছে। কৃষিসহ সকল সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে বর্তমান সরকারের দূরদর্শী ও সদুর প্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য আবাসন, দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে কৃষি জমি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি বছর ৯০ হাজার হেক্টর চাষাবাদের জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। অন্য এক গবেষণায় বিশেষজ্ঞগণ কৃষি জমি হ্রাসের যে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন তা আরও বিস্ময়কর ও ভয়ানক, তাতে বলা হয়েছে প্রতিবছর কৃষি জমির শতকরা ২ ভাগ চিরতরে বিলীন হয়ে অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এভাবে যদি কৃষি জমি হ্রাস পেতে থাকে তবে আগামী ৫০ বছরে চাষাবাদের জন্য আমাদের আর কোন কৃষি জমি থাকবেনা। তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের খাদ্যে ও পুষ্টির যোগান কোথা থেকে হবে -একথা ভাবতেই গা শিহরে উঠে। রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক সরকারি বেসরকারি চাকুরি, কর্মসংস্থান, লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণের নিমিত্তে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিয়ত ঢাকা ও এর আশে পাশের জেলাগুলোতে মানুষের আগমন ঘটছে। আর এজন্য আবাসন, শিল্পায়ন ও নগরায়নের চাপ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি। এতোসব সমস্যা থাকা সত্বেও বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ক্ষমতা গ্রহণের পর কৃষি ক্ষেত্রে যে বিপুল উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলাতেও এ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সুযোগ্য ও

বলিষ্ঠ নেতৃতে কৃষির প্রত্যেকটি খাতে অসামান্য অগ্রগতি হয়েছে। ২০০৯ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আড়াইহাজার উপজেলাতে কৃষির উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচী নিম্নরূপ :

* বোরো উপশী রোপা আমন ও উপশী আউশ জাতের আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় উপজেলার মোট উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
* বোরো ও রোপা আমন ধানের উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
* বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদর্শণী স্থাপন ও কৃষক প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
* ৪৫ হাজার ৬৫০ জন কৃষককে কৃষি উপকরন সহায়তা কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
* রাসায়নিক সারের দফায় দফায় মূল্য হ্রাস (কেজি প্রতি) করে কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনা হয়েছে এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
* ১৩ জন বিএডিসি কর্তৃক নিবন্ধিত বীজ ও সার ডিলার নিয়োগ করা হয়েছে।
* কৃষি উপকরন সহায়তা কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকার বিনিময়ে বোরো ধানের সেচ প্রদানের জন্য ডিজেল মেশিনে সেচ প্রদানকারী কৃষককে ভর্তুকির টাকা প্রদান করা হয়।
* আউশ প্রনোদনার আওতায় বীজ ও সার কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরন করে আউশ আবাদ বৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
* আউশ প্রনোদনার নগদ অর্থ ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ২০১৫ সালে ১৭৫ জন এবং ২০১৬ সালে ৭০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিকাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টাকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়।
* বন্যা সহিষ্ণু রোপা আমন জাতের আবাদ বৃদ্ধি।
* আড়াইহাজার পৌরসভায় বিএডিসির সার এর উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
* পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করে পাটের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি।
* ঝাউগড়া হার্টিকালচার ও আড়াইহাজার কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) প্রতিষ্ঠা।
* বিশনন্দী ইউনিয়নে বাংলাদেশ ফলিত, পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান) প্রধান কার্যালয় প্রতিষ্ঠা।
* দুপ্তারা ইউনিয়নের পাঁচগাও চরপাড়া আইপিএম ক্লাবে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য সাত লক্ষ টাকার ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটা, মাল্টিমিডিয়া, ওভারহেড প্রজেক্টর, ডিজিটাল ক্যামেরা, মডেম, ফ্যাক্স ও ফটোকপির মেশিনসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
* খামার যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ৩০% উন্নয়ন সহায়তায় অত্র উপজেলায় ৫টি পাওয়ার ট্রিলার বিতরন করা হয়।

এছাড়াও কৃষি মন্ত্রনালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক যেকোন কর্মসূচী অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সহিত পালন করা হয়। দানা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, তেল জাতীয় ফসল সরিষা ও তিলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, , বিভিন্ন মৌসুমে বিপুল পরিমান শাকসবজি চাষ হচ্ছে যা স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি কিয়দংশ মধ্যপাচ্য ও ইউরোপের ৫০টি দেশে রপ্তানী হচ্ছে।

ভূ-উপরিস্থ ও বৃষ্টির পানির সর্বোত্তম ও সবোর্চ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আউশ ও আমন ধানের আবাদ বৃদ্ধিতে আড়াইহাজার উপজেলা বাংলাদেশের মধ্যে অনুকরনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ২০১০ সালে পূর্বে আউশের আবাদ ছিল ২৫ হেক্টর এবং রোপা আমনের আবাদ ছিল ৮০০ হেক্টরের কাছাকাছি। বর্তমানে আউশের আবাদ ২৫০ হেক্টর ছাড়িয়ে গেছে। এ বছর রোপা আমন চাষ হয়েছে ১৬৮০ হেক্টর জমিতে। ২০১০ সালের পূর্বে সরিষার আবাদ ছিল ৫০০ হেক্টর এবং শাকসবজির আবাদ ছিল ১২০০ হেক্টর জমিতে। আজ সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৫০ হেক্টর এবং শাকসবজির আবাদ তিন মৌসুমে ৩০২৫ হেক্টর জমি। সরিষা আবাদের সাথে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির জন্য সরিষার জমিতে মৌবাক্স স্থাপন শুরু হয়েছে। বিষমুক্ত এবং নিরাপদ শাকসবজি চাষের জন্য সবজি ফসলে জৈব বালাই নাশক, জৈব সার এবং সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষমুক্ত এবং নিরাপদ ফল চাষের জন্য জৈব বালাই নাশক, সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ এবং ব্যগিং করা হচ্ছে।

কৃষির আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কৃষি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধান ফসলে হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধির জন্য আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাতের সঠিক বয়সের চারা, সারিতে রোপন, লোগো পদ্ধতি, সুষম সার ও জৈব সার ব্যবহার, গুটি ইউরিয়া, এলসিসি, এডব্লিউডি, এসআই পদ্ধতি, অতন্দ্র জরিপ, আলোক ফাঁদ ইত্যাদি ধান ফসলে ব্যবহার হচ্ছে। কৃষক এসকল প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে অপেক্ষাকৃত কম খরচে ধান চাষে সক্ষম হচ্ছে।

কৃষিতে আড়াইহাজারের গুরুত্ব বিবেচনা করে আইপিএম, আইএফএমপি, পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প, চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, পাট ও গম বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরন প্রকল্প উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, খামার যান্ত্রিকীকরনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পসহ আরো অনেক প্রকল্প ও কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন প্রদর্শনী, প্রদর্শনী কৃষক ও সুবিধাভোগী কৃষক প্রশিক্ষন, মাঠ দিবস, কৃষি মেলা, উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমন ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এবছর হতে কৃষি মন্ত্রনালয়ের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ বড় প্রকল্প জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্প (এনএটিপি) নারায়ণগঞ্জ জেলার মধ্যে শুধু আড়াইহাজার উপজেলায় কৃষকদের প্রশিক্ষন, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন উপকরন প্রদান করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

সর্বোপরি কৃষকবান্ধব মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবুর আন্তরিকতা ও সুদৃষ্টির কারণে আজ আড়াইহাজারে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে।

লেখক : কৃষিবিদ মোহাম্মদ আবদুল কাদির
উপজেলা কৃষি অফিসার
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

এবারও শীর্ষে নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ

এইচএসসিতে সাফল্য

আড়াইহাজার উপজেলার ছয়টি কলেজের মধ্যে এবারও শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ গোপালদী নজরুল ইসলাম বাবু কলেজ।

২০১৬ সালে এ কলেজ থেকে এইচএসসিতে ১৫৪ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছেন ১৫২ জন। জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৭ জন। পাসের হার ৯৮ দশমিক ৭০। সহ শিক্ষা কার্যক্রমের মতো শিক্ষা কার্যক্রমেও শিক্ষার্থীরা আকর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করায় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু ও কলেজের সভাপতি ডা. সায়মা ইসলাম ইভা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

(সূত্র: দৈনিক সমকাল, ২০ আগস্ট, ২০১৬)

খুদে কারি হাফেজ রায়হান

যেতে হবে বহুদূর

অভাব আর দারিদ্র্য দাবিয়ে রাখতে পারেনি হাফেজ কারি আবু রায়হানকে। তার পিতা আড়াইহাজার উপজেলার হাইজাদী ইউনিয়নের উদয়দী গ্রামের মোঃ শহীদউল্লাহ। চা বিক্রির টাকা দিয়ে ছেলেকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ভর্তি করেন বল্লভদী ইন্টারন্যাশনাল আল ইসলাম একাডেমিতে। মুফতি আবদুল কাইয়ুমের কাছে তালিম নেয় রায়হান। ২০১৫ সালে রমজানে টিভি চ্যানেল আরটিভির হেফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে আবু রায়হান। এর পরই বদলে যেতে শুরু করে এ হাফেজের জীবন। গত মে মাসে কাতারের দোহায় তেজানুন নূর শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হেফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় আবু রায়হান বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশের প্রতিযোগী এতে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায় হাফেজ আবু রায়হান চতুর্থ স্থান অর্জন করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে। সংসদ সদস্য আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, পবিত্র কোরআন পাঠ করার জন্য আল্লাহ হাফেজ আবু রায়হানকে যে সুমধুর কণ্ঠ দিয়েছেন, তা পরিচর্যার পাশাপাশি তাকে ইসলামী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রিঅর্জনে সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে।

(সূত্র : দৈনিক সমকাল, তারিখ : ২২/৬/২০১৬ খ্রিঃ)

আনিছুর রহমান মিঞা পরিচ্ছন্ন ও সৎ মানুষ

বিদায় সংবর্ধনা

আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে গত ১ সেপ্টেম্বর মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজহারুল হক অডিটরিয়ামে নারায়ণগঞ্জের বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোঃ আনিছুর রহমান মিঞাকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, জেলা প্রশাসক আনিছুর রহমান মিঞা প্রতিকুল পরিস্থিতিতে এসে নারায়ণগঞ্জ জেলার সম্মান ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি একজন পরিচ্ছন্ন ও সৎ মানুষ।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক মোঃ আনিছুর রহমান মিঞা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, এদেশের মাটির সংস্কৃতি নতুন প্রজন্মের সকলের বিবেকে ধারন করা শিখাতে হবে। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ বানাতে হবে। তাহলেই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে।

আড়াইহাজারের উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি 'গৌরবের আড়াইহাজার'

সৌজন্যে : মোঃ বশির উল্লাহ, প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলর, ৬ নং ওয়ার্ড, আড়াইহাজার পৌরসভা।